গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
রেলপথ মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-২ শাখা

এপ্রিল/২০১৭ মাসের মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	:	মোঃ ফিরোজ সালাহ্ উদ্দিন সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়।
তারিখ	:	২৬.০৪.২০১৭ খ্রিঃ
সময়	:	সকাল ১১.০০ ঘটিকা
স্থান	:	সম্মেলন কক্ষ (৯ম তলা), রেলভবন, ঢাকা।

০২। **উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা: পরিশিষ্ট - 'ক'**

০৩। সভাপতি উপস্থিত সকল কর্মকর্তাকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সভার শুরুতে তিনি মন্ত্রণালয়ে নতুন যোগদানকৃত কর্মকর্তাদের স্বাগত জানান। একই সাথে ৩৫তম বিসিএস (রেলওয়ে প্রকৌশল ক্যাডার) এর মাধ্যমে নিয়োগপ্রাপ্ত যে সকল কর্মকর্তা আগামী ০২ মে, ২০১৭ তারিখে যোগদান করবেন, তাদের Orientation এর বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে কে অনুরোধ জানান। অতঃপর গত ৩০.০৩.২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী সভায় উপস্থাপন করা হয় এবং যথাযভাবে লিপিবদ্ধ হওয়ায় তা দৃঢ়ীকরণ করা হয়। সভাপতি মাসিক সমন্বয় সভার আলোচ্যসূচী অনুসারে উপস্থাপনের জন্য উপসচিব (প্রশাসন) কে অনুরোধ করেন।

৪.১। রেলওয়ের সেবার মানোন্নয়ন (যাত্রীসেবা, নির্ধারিত সময় অনুসারে ট্রেন পরিচালনা ইত্যাদি)ঃ

আলোচনাঃ

সভায় আলোচনা হয় যে, সুইপার নিয়োগের জন্য আউট-সোর্সিং করার বিষয়ে কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং কমিটি এ বিষয়ে প্রতিবেদন দাখিল করেছে। উক্ত কমিটির আহ্বায়ক অতিরিক্ত সচিব (উঃ ও পরিঃ) জানান যে, পশ্চিমাঞ্চলে আউট-সোর্সিং এর মাধ্যমে সুইপার নিয়োগ করা হয়েছে। পূর্বাঞ্চলেও একইভাবে আউট-সোর্সিং এর মাধ্যমে সুইপার নিয়োগ করতে হবে। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে জানান যে, টিএলআর- খাতে অপ্রতুল বাজেট বরাদ্দ থাকে এবং তাদের বেতন ভাতা দিতে অসুবিধা হয়। আউট-সোর্সিং এর মাধ্যমেই কেবল এ সমস্যার স্থায়ী সমাধান হতে পারে। সভাপতি বলেন যে, সুইপার নিয়োগ সংক্রান্ত কমিটি যেহেতু আউট-সোর্সিং এর বিষয়ে সুপারিশ করেছে, সেহেতু কমিটির সিদ্ধান্ত অনুমোদন করা হবে এবং সেভাবেই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করতে হবে।

ডিজি, বিআর জানান যে, আন্তঃনগর মেইল এক্সপ্রেস ও লোকাল ট্রেনের সময়ানুবর্তিতার হার ফেব্রুয়ারি/২০১৭ মাসে যথাক্রমে ৯২%, ৮৪%, ৮৮%। জানুয়ারি/২০১৭ মাসে আন্তঃনগর, মেইল এক্সপ্রেস ও লোকাল ট্রেনের সময়ানুবর্তিতার হার ছিল যথাক্রমে ৯২%, ৭৯.৫০%, ৮৭%। নবনিয়োগকৃত স্টেশন মাস্টারদের পদায়ন করা হলে এবং বিদ্যমান গতি নিয়ন্ত্রণাদেশের সংখ্যা কমিয়ে আনা সম্ভব হলে সার্বিক সময়ানুবর্তিতার হার আরও উন্নত করা সম্ভব হবে। নতুন সময়সূচী কার্যকর হওয়ার পূর্বেই প্রচারের জন্য জাতীয় পত্রিকায় চিঠি প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া প্রতিটি স্টেশনে স্থায়ীভাবে সময়সূচী বোর্ডে নতুন সময়সূচী প্রদর্শন করা হচ্ছে।

সভায় হিজড়া নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে আলোচনা হয়। সভাপতি বলেন যে, হিজড়াদের আচরণ চাঁদাবাজীর পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যা নিয়ন্ত্রণ করা জরুরী। জামালপুর লাইনে হিজড়াদের উৎপাত বেশি হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে অতিরিক্ত মহা-পুলিশ পরিদর্শক জানান যে, যে সকল স্টেশনে এবং ট্রেনে হিজড়াদের উৎপাত বেশি, সেখানে রেলওয়ের পুলিশদের অতিরিক্ত দায়িত্ব দিয়ে হিজড়া নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে। তবে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি দরকার। ডিজি, বিআর জানান যে, হিজড়া নিয়ন্ত্রণে কার্যক্রম গ্রহণের জন্য অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশন) রেলওয়ে পুলিশকে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান করবে। অতিরিক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শক জানান হিজড়া নিয়ন্ত্রণে স্টেশন পর্যায়ে সহায়তা দরকার। পরবর্তীতে কর্মকৌশল নির্ধারণ করে হিজড়া নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করতে হবে।

ডিজি, বিআর আরোও জানান যে, ট্রেনের ভিতর, সীট কভার এবং টয়লেট নিয়মিত পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করা হচ্ছে। মার্চ/১৭ মাসে পূর্বাঞ্চলে ৭৫২ টি এবং পশ্চিমাঞ্চলে ৬৫২টি কোচের ফিউমিগেশন করা হয়েছে। মার্চ/১৭ মাসে পূর্বাঞ্চলে ২৪২টি এবং পশ্চিমঞ্চলে ৩২ টি কোচের চেয়ার পরিবর্তন/মেরামত করা হয়েছে। এসএসএই/টিএক্সআর এবং টিএক্সআরগণ কে আন্ত:নগর ট্রেনসহ সকল ট্রেনের পরিস্কার পরিছন্নতা এবং সম্মানিত সাধারণ যাত্রীগণ যাতে স্বাচ্ছন্দে ভ্রমণ করতে পারেন সে বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং তা যথাযথভাবে পালন করা হচ্ছে। সভাপতি বলেন যে, স্টেশনগুলো

হকারদের দখলে চলে গেছে। স্টেশনে ও ট্রেনে অপরিচ্ছন্নতা, মাদক বিক্রি, মানি লন্ডারিং ইত্যাদির মূল কারণ হকার। হকার নিয়ন্ত্রণে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে এবং সকল স্টেশন ও ট্রেনে হকারমুক্ত করতে হবে। এ প্রসঙ্গে ডিজি, বিআর জানান যে, স্টেশন ও ট্রেনে হকার এবং অবঞ্চিত ব্যক্তি যাতে প্রবেশ করতে না পারে সে জন্য ইতোমধ্যেই জোনাল পর্যায়ের সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। বর্তমান সময়সূচি অনুযায়ী ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী শহরগুলো থেকে চাকুরিজীবীদের জন্য কমিউটার ট্রেনের সময়সূচি ঠিক করা হয়েছে। তবে অবকাঠামোর অপর্যাপ্ততা এবং অত্যধিক লেভেল ক্রসিং এর কারণে ট্রেনের সময় নিয়ন্ত্রণ মাঝে মাঝে দুরুহ হয়ে পড়ে, যা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সর্বদা মনিটরিং করা হচ্ছে।

সিদ্ধান্তঃ

(১) পশ্চিমাঞ্চলের ন্যায় পূর্বাঞ্চলেও outsourcing এর মাধ্যমে সুইপার নিয়োগ করতে হবে। এক্ষেত্রে ই-জিপি এর মাধ্যমে outsourcing করতে হবে।

(২) উভয় অঞ্চলের আন্তঃনগর ট্রেনের সময়ানুবর্তিতার হার কমপক্ষে ৯৫% এ উন্নীত করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

(৩) ট্রেনের সময়ানুবর্তিতার হারের বিষয়টি জনসাধারণের নিকট বহুল প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(৪) ট্রেনে হিজড়াদের উত্ত্যক্ত করার বিষয়টি নিয়ন্ত্রণে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(৫) বাংলাদেশ রেলওয়ের সেবার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে যাত্রীবাহী ট্রেনের রেকের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও চেয়ার পরিবর্তন/মেরামত এর বিষয়ে সাপ্তাহিক সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের বিষয়ে মন্ত্রণালয়ে নিয়মিত প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে।

(৬) এখন হতে কোন হকারকে লাইসেন্স দেয়া যাবেনা এবং যে সকল হকারকে লাইসেন্স দেয়া হয়েছে সেগুলো অবিলম্বে বাতিল করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(৭) ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী শহরগুলো থেকে চাকুরিজীবীদের জন্য কমিউটার ট্রেনের সময়সূচী সমন্বয় করতে হবে, যাতে ঠিক সময়ে কর্মস্থলে উপস্থিত হতে পারেন। প্রয়োজনে তাদের মতামত গ্রহণ করা যেতে পারে।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণেঃ

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (আই/আরএস/অপারেশন/) বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৩। মহাব্যবস্থাপক, (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৪। যুগ্ম-মহাপরিচালক (অপারেশন/প্রকৌশলী/মেকানিকাল), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৫। চীফ কমার্শিয়াল ম্যানেজার(পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।

৪.২। রেলওয়ের নিরাপত্তা ব্যবস্থাঃ

আলোচনাঃ

ডিজি, বিআর জানান যে, রেলক্রসিংগুলোর আশেপাশে অবৈধ দোকান উচ্ছেদ করার জন্য জিএম (পূর্ব/পশ্চিম), চট্টগ্রাম/রাজশাহীকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। নিজ নিজ নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে যাত্রীদের সচেতন করার জন্য স্টেশনে এবং ট্রেনের ভিতরে বিভিন্ন সচেতনতামূলক ঘোষণা প্রচার কর হচ্ছে। নিরাপত্ত ব্যবস্থা জোড়দারকল্পে সমন্বিত প্রচেষ্টা গহণ করতে ইতোমধ্যেই জোনাল পর্যায়ে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। রেল লাইনের উপর পথচারী পারাপার ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে সচেতনতামূলক বিজ্ঞপ্তি প্রিন্ট মিডিয়ার মাধ্যমে প্রচার করা হচ্ছে। উক্ত বিজ্ঞপ্তি দৈনিক প্রথম আলো, বাংলাদেশ প্রতিদিন ও আমাদের সময় পত্রিকায় গত ২৩-১০-২০১৬ হতে ২৭-১০-২০১৬ তারিখ পর্যন্ত প্রতিটিতে পর পর দুই দিন প্রচারিত হয়েছে । বর্তমানে প্রতিটি রেলওয়ে স্টেশনে অগ্নিনির্বাপনের ব্যবস্থা রাখা আছে। এর সংখ্যা আরো বৃদ্ধি করার জন্য ইতোমধ্যেই জোনাল পর্যায়ে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

সিদ্ধান্তঃ

(১) রেলক্রসিংগুলোর আশেপাশে অবৈধ দোকান উচ্ছেদ করতে হবে।
(২) নিজ নিজ নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে যাত্রীদের সচেতন করে তুলতে হবে।
(৩) যাত্রী হয়রানী রোধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করে গৃহীত ব্যবস্থা তাৎক্ষণিকভাবে সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
(৪) নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদারকল্পে সমন্বিত প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে।
(৫) রেললাইনের উপর পথচারী পারাপার বিরোধী ভিডিও ক্লিপসমূহ ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় বহুল প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
(৬) প্রতিটি স্টেশনে অগ্নিনির্বাপনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে এবং বৃদ্ধি করতে হবে।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণেঃ

১। অতিরিক্ত সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়।
২। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৩। অতিরিক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শক, রেলওয়ে পুলিশ।
৪। চীফ কমানড্যান্ট (পূর্ব/পশ্চিম), রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনী, চট্টগ্রাম/রাজশাহী।

৪.৩। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা বাস্তবায়নঃ

আলোচনাঃ

ডিজি, বিআর জানান যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে প্রদত্ত রেলওয়ের উন্নয়ন সংক্রান্ত নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি প্রতিবেদন নিয়মিত প্রেরণ করা হচ্ছে।

সিদ্ধান্তঃ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে প্রদত্ত রেলওয়ের উন্নয়ন সংক্রান্ত নির্দেশনাসমূহ দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণেঃ

১। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন ও পরিকল্পনা), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
২। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।

৪.৪। জনবল নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ সংক্রান্তঃ

আলোচনাঃ

ডিজি, বিআর জানান যে, হাইকোর্ট বিভাগে বাংলাদেশ রেলওয়ের নিয়োগের ওপর মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য আলাদা বিশেষ বেঞ্চ স্থাপন সংক্রান্ত বিষয়ে সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে পত্র দেয়া হয়েছে। পুনরায় মাননীয় এটর্ণী জেনারেল, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, ঢাকা বরাবর পত্র দেয়া হয়েছে। স্বচ্ছতা নিশ্চিত করে সততা ও নিরপেক্ষতার সাথে নিয়োগ কার্যক্রম চূড়ান্ত করার জন্য উভয় অঞ্চলের জিএমগণকে পরামর্শ দেয়া হয়েছে। এছাড়া যে সকল পদে লিখিত/মৌখিক পরীক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে সে সকল পদে ১৫ দিনের মধ্যে নিয়োগ সম্পন্ন করার জন্য জিএম পূর্ব/পশ্চিম-কে ২২.০৩.২০১৭ তারিখে আধাসরকারি পত্র লেখা হয়েছে। রেলপথ মন্ত্রণালয়ের পত্র নং ৫৪.০০.০০০০.০০৭.১১.০১৪.১২ (অংশ-১)-৯৯৩ তারিখ ২০-০৪-২০১৬ এর মাধ্যমে ২য়, ৩য়, ৪র্থ শ্রেণীর ৫৩ ক্যাটাগরির ১২১৩টি পদের ছাড়পত্র পাওয়া যায়; ১২০৮টি পদের বিজ্ঞপ্তি জারী করা হয়। তন্মধ্যে ১৭৭টি পদে নিয়োগ সম্পন্ন হয়েছে। ১৩টি কম নিয়োগ দেয়া হয়েছে। ৭ টি পদে মামলা বিদ্যমান। অবশিষ্ট ১০১১ টি পদের নিয়োগ কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে। অনুরূপভাবে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের পত্র নং ৫৪.০০.০০০০. ০০৭.১১.০১৪.১২-১৯৫৮ তারিখ ০৫-০৯-২০১৬ এর মাধ্যমে ৩ ক্যাটাগরির ১০৪ টি পদে ছাড়পত্র পাওয়া যায় যা বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন আছে।
তিনি আরোও জানান যে, নব-নিয়োগকৃত কর্মচারীদের যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। সহকারী স্টেশন মাষ্টার এর ২৭০ টি পদের বিপরীতে ২৫৭ জনকে গত ৩০.০৬.২০১৬ তারিখে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। তন্মধ্যে ১৫০ জন এএসএম আরটিএতে প্রশিক্ষণ শেষে মাঠ পর্যায়ে কর্মরত আছেন। অবশিষ্ঠ ১০৭ জন প্রশিক্ষণরত আছেন। প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হচ্ছে। রেলওয়ে প্রশিক্ষণ একাডেমির প্রশিক্ষণের মান বৃদ্ধির জন্য রেক্টর/আরটিএ-কে পরামর্শ দেয়া হয়েছে।

সিদ্ধান্তঃ

(১) নিয়োগ সংক্রান্ত চলমান মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তি করতঃ নিয়োগ সম্পাদন করতে হবে। এ বিষয়ে সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ, আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে।
(২) নিয়োগ প্রক্রিয়ায় যথাযথ স্বচ্ছতা নিশ্চিত করে সততা ও নিরপেক্ষতার সাথে নিয়োগ সম্পন্ন করতে হবে।
(৩) নিয়োগ কার্যক্রমের অগ্রগতি প্রতিবেদন নিয়মিত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।
(৪) দ্রুততার সাথে নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।
(৫) নব নিয়োগকৃত কর্মচারিদের যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য নিয়মিত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।
(৬) রেলওয়ে প্রশিক্ষণ একাডেমীর প্রশিক্ষণের মান বৃদ্ধি করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণেঃ

১। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/(আইন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
২। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে
৩। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম) বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৪। যুগ্ম-সচিব (আইন)/(সংযুক্ত), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৫। যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন)(সংযুক্ত), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৬। সিওপিএস(পূর্ব), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম।

৪.৫। রেলওয়ের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি এবং পরিচালন ব্যয় হ্রাসঃ

আলোচনাঃ

ডিজি, বিআর জানান যে, স্টেশন দিয়ে বিনা টিকেটে যাতে কেউ ঢুকতে না পারে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। বিনা ভাড়ায় ভ্রমণকারীদের ভাড়া আদায়/জরিমানার জন্য অধিক সংখ্যক মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করার জন্য ইতোমধ্যে জোনাল পর্যায়ে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। ২০১৫-২০১৬ অর্থবছরে যাত্রী, মালামাল/পার্শ্বেল, ভূ-সম্পত্তি ও অন্যান্য উৎস হতে ১০৩১.১৮ কোটি টাকা আয় হয় এবং ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের জুলাই-ফেব্রুয়ারি/২০১৭ মাসে ৮০৩ কোটি টাকা আয় হয়। পরিবহন বিভাগের চাহিদা মোতাবেক সার ও জ্বালানী তৈল পরিবহন নিশ্চিতকল্পে ডব্লিউটিটি-৫১ মোতবেক লোকোমোটিভ এবং অন্যান্য রোলিং স্টক সরবরাহ করা হয়েছে। কন্টেইনার পরিবহন বৃদ্ধির জন্য চট্টগ্রাম পোর্ট অথরিটি, কাস্টমস, সিএন্ডএফ এজন্টে এসোসিয়েশন এবং সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীদের নিয়ে ১২-০৩-২০১৭ তারিখে রেলভবনে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভায় বাংলাদেশ রেলওয়ের পক্ষ হতে কন্টেইনার পরিবহন বৃদ্ধির বিষয়ে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করা হয়েছে।

সিদ্ধান্তঃ

(১) রেলওয়ের আয় বৃদ্ধির যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
(২) রাজস্ব আদায়ের সকল ক্ষেত্র চিহ্নিত করাসহ একটি সময়ভিত্তিক পরিকল্পনা তৈরী পূর্বক মন্ত্রণালয়ে অগ্রগতির বাস্তব অবস্থা প্রতিমাসে প্রেরণ করতে হবে।
(৩) স্টেশনে বিনা টিকিটে যাতে কেউ ঢুকতে না পারে এ বিষয়ে আধুনিক পদ্ধতি প্রয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে।
(৪) বিনা ভাড়ায় ভ্রমণকারীদের ভাড়া আদায়/জরিমানার জন্য অধিক সংখ্যক মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করতে হবে।
(৫) সমন্বয় সভায় নিয়মিত রাজস্ব আদায়ের হালনাগাদ তথ্য পেশ করতে হবে।
(৬) মহাপরিচালক বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক রেলওয়েতে ভিআইপি চলাচলের বিষয়টি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ভিআইপি কোটায় টিকেট বরাদ্দ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব রেলপথ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।
(৭) রাজস্ব আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে অতিরিক্ত মহাপরিচালক (রোলিং স্টক) এবং অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশন) যৌথভাবে বিসিআইসি এর সাথে সমন্বিত পরিকল্পনার মাধ্যমে চাহিদা মোতাবেক সার ও জ্বালানি পরিবহন নিশ্চিত করবেন।
(৮) যোগাযোগ মন্ত্রণালয় ও পোর্ট অথরিটি এর সাথে যোগাযোগ রেখে কন্টেইনার পরিবহণের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণেঃ

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশন/আর এস), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। মহাব্যবস্থাপক (পর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৩। প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।

৪.৬ (ক) বাংলাদেশ রেলওয়ের জমিতে অবস্থিত অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ কার্যক্রমঃ

আলোচনাঃ

সহকারী সচিব (ভূমি) শাখা জানান যে, ট্রেন পরিচালনার সুবিধার্থে রেল লাইনের উভয় পার্শ্বের অবৈধ স্থাপনা/দখল নিয়মিতভাবে উচ্ছেদ করা হচ্ছে। উচ্ছেদকৃত ভূমি নীতিমালার আওতায় মাস্টার প্ল্যান প্রণয়নপূর্বক ব্যবস্থাপনার আওতায় আনা হচ্ছে। তিনি আরো জানান যে, উচ্ছেদ কার্যক্রমের জন্য কোন বরাদ্দ না থাকায় T/A, D/A পাওয়া যায়না।

বিগত ৬ মাসে রেলওয়ের জমিতে অবস্থিত অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ সম্পর্কিত তথ্য নিম্নরূপঃ

মাসের নাম	উদ্ধারকৃত জমির পরিমান (একর)		
	পূর্বাঞ্চল	পশ্চিমাঞ্চল	মোট
অক্টোবর/১৬	৬.৯৫	১.৮৩	৮.৭৮
নভেম্বর/১৬	১১.২০	৪.৮১	১৬.০১
ডিসেম্বর/১৬	৬.৬০	৪.২১	১০.৮১
জানুয়ারী/১৭	৫.২০	৪.০৫	৯.২৫
ফেব্রুয়ারি/১৭	২৩.৬০	১.৪২	২৫.০২
মার্চ/১৭	৪.১৭	১৪.৯৭	১৯.১৪
৬ মাসে মোট	৫৭.৭২	৩১.২৯	৮৯.০১

ডিজি, বিআর জানান যে, ট্রেন পরিচালনার সুবিধার্থে রেল লাইনের দু'পাশসহ রেলভূমিতে স্থাপিত সকল অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ অভিযান নিয়মিতভাবে পরিচালনা অব্যাহত আছে। উদ্ধারকৃত জায়গা যাতে পুনরায় বেদখল না হয় তা নিশ্চিত করার জন্য জিএম পূর্ব/পশ্চিম-কে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। উচ্ছেদের মাধ্যমে উদ্ধারকৃত রেলভূমি সুরক্ষার জন্য পূর্বাঞ্চলে প্রায় ৫.৫৬৪ কিঃ মিঃ রেল ফেন্সিং নির্মাণ/স্থাপন করা হয়েছে এবং ৯,০০০ টি বিভিন্ন প্রজাতির গাছের চারা/বিভিন্ন প্রজাতির ২৩,১৭৭ টি শোভা বর্ধনকারী ফুলের চারা রোপন করা হয়েছে। অনুরূপভাবে উচ্ছেদের মাধ্যমে উদ্ধারকৃত রেলভূমি সুরক্ষার জন্য পশ্চিমাঞ্চলে প্রায় ০.৭০২ কিঃ মিঃ রেল ফেন্সিং নির্মাণ/স্থাপন করা হয়েছে এবং ৩,০০০ টি বিভিন্ন প্রজাতির গাছের চারা রোপন করা হয়েছে। রেল পুলিশ ও আরএনবির সহযোগিতায় রেল লাইনের দুই পার্শ্বে (১০ ফুট X ২=২০ ফুট) স্থান নিয়মিত রুটিন কাজ হিসেবে উচ্ছেদ অভিযান অব্যাহত রাখার জন্য জিএম (পূর্ব/পশ্চিম), চট্টগ্রাম/রাজশাহীকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। রেল ক্রসিংগুলোর আশেপাশে অবৈধ দোকান উচ্ছেদ করা, স্টেশনসমূহ ভাসমান লোকজন এবং অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের কাছ থেকে মুক্ত রাখা এবং এ বিষয়ে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করার জন্য ইতোমধ্যে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। মার্চ/২০১৭ মাসে সর্বমোট ১০ টি মোবাইল কোর্ট কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। উচ্ছেদ কার্যক্রমের ব্যয় নির্বাহে চলতি ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ করার জন্য এডিজি (অর্থ), বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকাকে অনুরোধ জানানো হয়েছে। রেলওয়ের সরকারি বাসাসমূহে অবৈধভাবে বসবাসকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য জিএম (পূর্ব/পশ্চিম), চট্টগ্রাম/রাজশাহীকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। উচ্ছেদ কাজে সহযোগিতার জন্য দুই অঞ্চলে এক্সক্যাভেটার ক্রয়ের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জিএম (পূর্ব/পশ্চিম), চট্টগ্রাম/রাজশাহীকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

সভাপতি জানান, খুলনা স্টেশনে সিটি কর্পোরেশনের বিল্ডিং তোলা হয়েছে। এ বিষয়ে এলজিআরডি ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে জানাতে হবে। খুলনা বিভাগে জমির অবৈধ দখলদারীর বিষয়ে তালিকা করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করার জন্য প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেয়া হয়।

সিদ্ধান্তঃ

(১) মাঠ পর্যায়ের সকল দপ্তরের সাথে যথাযথ সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।

(২) রেলভূমি অবৈধ দখলদারদের নিকট হতে উদ্ধার করে মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন করে বাণিজ্যিকভাবে কাজে লাগানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(৩) ট্রেন পরিচালনার সুবিধার্থে রেল লাইনের দুই পার্শ্বসহ বাংলাদেশ রেলওয়ে জমিতে অবস্থিত সকল অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ অভিযান নিয়মিতভাবে পরিচালনা করতে হবে এবং উচ্ছেদকৃত জায়গা যাতে পুনরায় বেদখল না হয় তা নিশ্চিত করতে হবে।

(৪) রেল পুলিশ ও আরএনবির সহযোগিতায় রেল লাইনের দুই পার্শ্বে (১০ ফুট X ২= ২০ ফুট) নিয়মিত রুটিন কাজ হিসেবে উচ্ছেদ অভিযান অব্যাহত রাখতে হবে।

(৫) প্রতি মাসের ১ম সপ্তাহে পূর্ববর্তী মাসের উচ্ছেদ কার্যক্রমের প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

(৬) রেল ক্রসিংগুলির আশেপাশে অবৈধ দোকান উচ্ছেদ করতে হবে।

(৭) স্টেশনসমূহ ভাসমান লোকজন এবং অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের কাছ থেকে মুক্ত রাখতে হবে এবং এ বিষয়ে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করতে হবে।

(৮) উচ্ছেদ কার্যক্রমে বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধির বিষয়ে সংশ্লিষ্ট জিএমগণ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

(৯) মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম)কে এলাকাভিত্তিক টিম গঠন করে উচ্ছেদকৃত স্থানসমূহ সপ্তাহে কমপক্ষে একটি টহল/পরিদর্শনের নির্দেশনা প্রদান করবেন এবং এ জন্য টীম গঠন করবেন। স্টেশনমাস্টারকে এ বিষয়ে দায়িত্ব প্রদান করতে হবে।

(১০) ভূ-সম্পত্তি বিভাগের জনবল নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(১১) রেলওয়ের সরকারি বাসাসমূহে অবৈধভাবে বসবাসকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(১২) অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) এবং যুগ্ম-সচিব (ভূমি) পর্যায়ক্রমে ভূ-সম্পত্তি অফিসসমূহ পরিদর্শন করবেন।
(১৩) প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা এবং বিভাগীয় ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তাদের দায়িত্ব পালনকালে সব ধরণের legal protection দেয়া হবে এবং প্রণোদনা হিসেবে বিদেশে প্রশিক্ষণের জন্য প্রেরণ করা হবে।
(১৪) উচ্ছেদ কাজে সহযোগিতার জন্য দুই অঞ্চলে এক্সক্যাভেটার ক্রয়ের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
(১৫) খুলনা বিভাগের অবৈধ দখলদারদের তালিকা করে ১০ দিনের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণেঃ

১। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
২। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৩। অতিরিক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শক, রেলওয়ে পুলিশ।
৪। যুগ্ম-সচিব (ভূমি), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৫। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অবকাঠামো), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৬। জিএম (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৭। প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম)।

(খ) বাংলাদেশ রেলওয়ের সার্টিফিকেট মামলা নিষ্পত্তি ।

আলোচনাঃ

সহকারী সচিব (ভূমি) শাখা জানান যে, মার্চ/২০১৭ মাসে পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চলে কোন নতুন মামলা দায়ের হয়নি। এ মাসে পূর্বাঞ্চলে ০১টি মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে। উভয় অঞ্চলে দায়েরকৃত মোট সার্টিফিকেট মামলার সংখ্যা ২৭৩টি, মোট নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা ১০৯টি এবং মোট অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা ১৬৪টি। মার্চ/২০১৭ মাসে মোট আদায় ৪০২৩৮৬/-টাকা, তন্মধ্যে পূর্বাঞ্চলে ২,২০৩৮৬/- টাকা এবং পশ্চিমাঞ্চলে ১,৮২,০০০/- টাকা। উভয় অঞ্চলে মোট দাবীকৃত অর্থের পরিমাণ ১০,০২,৫৯,৪২৭/-টাকা। মোট অনাদায়ী টাকার পরিমাণ ৯,৯৮,২৭,০৪৬/- টাকা ।

ডিজি, বিআর জানান যে, পেন্ডিং সার্টিফিকেট মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণের জন্য সিইও (পূর্ব/পশ্চিম), চট্টগ্রাম/রাজশাহীকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। উভয় অঞ্চলের সার্টিফিকেট মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কাচারীভিত্তিক দায়িত্ব বন্টন করা হয়েছে। বকেয়া আদায়ের তৎপরতা জোরদার করাসহ প্রয়োজনে নতুন মামলা দায়ের করার জন্য সিইও (পূর্ব/পশ্চিম), চট্টগ্রাম/রাজশাহীকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

২। পূর্বাঞ্চলের ও পশ্চিমাঞ্চলের বিগত ০৬ মাস (অক্টোবর/১৬ হতে মার্চ/১৭) এর আদায় মাসওয়ারী নিম্নরূপ ঃ

(অংকসমূহ লক্ষ টাকায়)

মাস	পূর্বাঞ্চল	পশ্চিমাঞ্চল	মোট
অক্টোবর/১৬	০.৮৭	০.৫০	১.৩৭
নভেম্বর/১৬	৩.৩৮	১.৩২	৪.৭০
ডিসেম্বর/১৬	০.৮৭	১.৪৬	২.৩৩
জনুয়ারী/১৭	১.১৭	১.৮০	২.৯৭
ফেব্রুয়ারি/১৭	২.৫৭	১.৮২	৪.৩৯
মার্চ/১৭	২.২০	১.৮২	৪.০২
মোট=	১১.০৬	৮.৭২	১৯.৭৮

সিইও (পূর্ব/পশ্চিম), চট্টগ্রাম/রাজশাহী এবং আইন কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম), চট্টগ্রাম/রাজশাহীসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তাদের নিয়ে রেলওয়ের অবৈধ দখলকৃত জমি উচ্ছেদ ও দেওয়ানী মামলার বিষয়ে প্রতি মাসে সবা করার জন্য জিএম (পূর্ব/পশ্চিম), চট্টগ্রাম/রাজশাহীকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। এ বিষয়ে জিএম (পূর্ব), চট্টগ্রাম এর সভাপতিত্বে গত ১৭.০১.২০১৬ ও ১৩.০৩.২০১৬ তারিখে এবং জিএম (পশ্চিম), রাজশাহী এর সভাপতিত্বে ১৭.০৭.২০১৬, ২১.০৮.২০১৬, ১৭,১০,২০১৬, ০৮.০১.২০১৭, ০৫.০২.২০১৭ এবং ২১.০৩.২০১৭ তারিখে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মহাপরিচালকের কার্যালয়ে একজন সিনিয়র আইন কর্মকর্তার পদসহ বাংলাদেশ রেলওয়ের জনবল পুনঃনির্ধারণের নিমিত্ত পরামর্শক প্রতিষ্ঠানকে জনবল পুনঃনির্ধারণের প্রস্তাব দাখিল করার জন্য বলা হয়েছে। অতিশীঘ্রই প্রস্তাবটি রেলপথ মন্ত্রণালয়ে পুনঃপ্রস্তাব আকারে দাখিল করা হবে। সার্টিফিকেট মামলা দায়েরের জন্য ১০% করের টাকা বরাদ্দ প্রদানের বিষয়ে মহাপরিচালকের কার্যালয়ের ভূ-সম্পত্তি বিভাগ হতে আর্থিক সম্মতির জন্য নথি এডিজি (অর্থ), বাংলাদেশ রেলওয়ে-এর দপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট কোর্ট ফি বাবদ নির্বাহ করার জন্য কোন কোড ইতঃপূর্বে বাজেটে অন্তর্ভুক্ত ছিলনা। বর্তমান অর্থবছরে সংশোধিত বাজেটে এতদসংশ্লিষ্ট ব্যয়ের কোড ও বরাদ্দ সংগ্রহ করার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে।

সিদ্ধান্তঃ

(১) পেন্ডিং সার্টিফিকেট মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। বকেয়া আদায়ের তৎপরতা জোরদার করতে হবে। প্রয়োজনে নতুন মামলা দায়েরের ব্যবস্থা নিতে হবে। বকেয়া আদায়ের পরিমাণ বাড়াতে হবে।
(২) পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলের বিগত ০৬ মাসের আদায় মাসওয়ারী ছকে প্রতি সভায় উপস্থাপন করতে হবে।
(৩) জিএম (পূর্ব/পশ্চিম) এর সভাপতিত্বে সিইও (পূর্ব/পশ্চিম), সংশ্লিষ্ট আইন কর্মকর্তা ও অন্যান্য সকলকে নিয়ে রেলওয়ের অবৈধ দখলকৃত জমি উচ্ছেদ সংক্রান্ত ও দেওয়ানী মামলার বিষয়ে প্রতিমাসে সভা আয়োজন করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ পূর্বক মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে। দেওয়ানী মামলায় রেলের পক্ষে রায় হওয়া জমি যথাসময়ে দখলে নিতে হবে।
(৪) বাংলাদেশ রেলওয়ের মহাপরিচালকের কার্যালয় রেলভবন ঢাকায় একজন আইন কর্মকর্তার পদ সৃজনের/পদায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
(৫) সার্টিফিকেট মামলার গ্রেফতারি পরোয়ানা তামিলের উদ্যোগ নেয়ার জন্য সংশিণ্টষ্ট জেলা প্রশাসককে পত্র দেয়া হবে।
(৬) সাটিফিকেট মামলা দায়রের জন্য ১০% করের টাকা বরাদ্দ প্রদানের বিষয়ে মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
(৭) বিভাগীয় ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তাগণ প্রয়োজনীয় তথ্যাদিসহ সমন্বয় সভায় উপস্থিত থাকবেন।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণেঃ

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন)(সংযুক্ত), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৩। যুগ্ম-সচিব (ভূমি), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৪। জিএম (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৫। প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।

(গ) বাংলাদেশ রেলওয়ের ভূমি উন্নয়ন কর ও পৌর কর পরিশোধঃ

আলোচনাঃ

ডিজি, বিআর জানান যে, ভূমি সংস্কার বোর্ড এর ২৩.০৪.২০১৪ তারিখের পত্রের মাধ্যমে বকেয়া ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধের জন্য অনুরোধ জানানো হয়। ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধের লক্ষ্যে চলতি ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে বাংলাদেশ রেলওয়ের পূর্বাঞ্চলের জন্য ১০.০০ কোটি টাকা এবং পশ্চিমাঞ্চলের জন্য ৭.০০ কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দ প্রদান করা হয়, যা হতে বিভিন্ন সংস্থার দাবী অনুযায়ী ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধের জন্য জিএম (পূর্ব/পশ্চিম), চট্টগ্রাম/রাজশাহীকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। সাময়িক ক্যাম্প স্থাপনের মাধ্যমে camp collection-এর ব্যবস্থা করার জন্য জিএম (পূর্ব/পশ্চিম), চট্টগ্রাম/রাজশাহীকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। ভূমি উন্নয়ন করের অর্থ যেন ফেরৎ না যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখার জন্য জিএম (পূর্ব/পশ্চিম), চট্টগ্রাম, রাজশাহী, সিইও (পূর্ব/পশ্চিম) এবং ডিইও (ঢাকা/চট্টগ্রাম/পাকশী/ লালমনিরহাট)-কে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

সিদ্ধান্তঃ

(১) পৌরসভাসমূহের বাংলাদেশ রেলওয়ের নিকট পাওনা অর্থের বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রণয়ন করে পরিশোধের জন্য প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দের জন্য অর্থ বিভাগকে পত্র দিতে হবে।
(২) সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার (ভূমি) দের নিকট হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে যাচাই করে প্রকৃত দাবি নির্ধারণ পূর্বক ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ করতে হবে।
(৩) রেলওয়ের ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
(৪) সাময়িক ক্যাম্প স্থাপনের মাধ্যমে camp collection এর ব্যবস্থা করতে হবে।
(৫) ভূমি উন্নয়ন করের অর্থ যেন ফেরত না যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণেঃ

১। অতিরিক্ত সচিব (প্রঃ)/(বাজেট), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
২। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৩। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অবকাঠামো), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৪। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৫। প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।

(ঘ) বাংলাদেশ রেলওয়ের অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিঃ

আলোচনাঃ

অডিট শাখার সহকারী সচিব জানান যে, অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির বিষয়ে গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কে তথ্যাদি নিম্নরূপঃ ফেব্রুয়ারি/২০১৭ পর্যন্ত অডিট আপত্তির সংখ্যা ১৪,৭০০টি। ফেব্রুয়ারি/২০১৭ মাসে নিষ্পত্তি হয়েছে ২০টি। ফেব্রুয়ারি/২০১৭ পর্যন্ত মোট অনিষ্পন্ন আপত্তির সংখ্যা-১৪,৬৮০টি। সাধারণ অনিষ্পন্ন-১৩,১৪৮টি। অগ্রিম অনিষ্পন্ন-৯৩৪টি। খসড়া অনিষ্পন্ন- ৫৯৬টি। নতুন আপত্তির সংখ্যা- ২২টি।

ডিজি, বিআর জানান যে, ২২.০৩.২০১৭ হতে ২৩.০৪.২০১৭ তারিখ পর্যন্ত ২১ টি ব্রডশীট জবাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। নিয়মিত দ্বি-পক্ষীয় সভা করার লক্ষ্যে বিভাগীয় প্রধানগণকে পত্র লেখা হয়েছে এবং সভার কার্যক্রম অব্যাহত আছে। সভার কর্যক্রম চলমান আছে। গত ২৩.০৪.২০১৭ তারিখে জিএম/পূর্ব দপ্তরে ০১ টি ত্রি-পক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং আগামী ০৯.০৫.২০১৭ তারিখে জিএম/পশ্চিম দপ্তরে একটি ত্রি-পক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হবে। অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্যাদি মাসিক প্রতিবেদন আকারে প্রেরণ করা হয়েছে। মাসিক সমন্বয় সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিভাগীয় প্রধানগণকে ০৪.০১.২০১৭ তারিখে পত্র লেখা হয়েছে। সভাপতি জানান যে, দীর্ঘদিনের অডিট নিষ্পত্তিতে ডিজি, বিআর ব্যক্তিগত উদ্দ্যোগ নিলে তা অডিট নিষ্পত্তিতে সহায়ক হবে।

সিদ্ধান্তঃ

(১) প্রয়োজনীয় প্রমাণকসহ যথাসময়ে জবাব প্রদানপূর্বক অডিট আপত্তিসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
(২) অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব ও পশ্চিম) কে প্রতি মাসে অন্ততঃ দু'বার নিয়মিত দ্বি-পক্ষীয় সভা আয়োজন করতে হবে এবং কার্যবিবরণী মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।
(৩) ত্রি-পক্ষীয় সভার মাধ্যমেও অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
(৪) অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য নির্ধারিত ছকে প্রেরণ করতে হবে।
(৫) ব্যক্তিগত উদ্দ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
(৬) বিভিন্ন সময়ে গঠিত জাতীয় সংসদের পি.এ কমিটিতে আলোচিত ও সিদ্ধান্ত গৃহীত ১৫৯টি অডিট আপত্তির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিষয়ে জবাব/প্রতিবেদন আগামী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে মহাপরিচালক বাংলাদেশ রেলওয়েকে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণেঃ

১। অতিরিক্ত সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়।
২। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৩। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৪। উপ-সচিব (অডিট), রেলপথ মন্ত্রণালয়।

৪.৭। ই-ফাইলিং/ই-টেন্ডারিং/উদ্ভাবনী বিষয়ঃ

আলোচনাঃ

ডিজি, বিআর জানান যে, সিএসটিই/টেলিকম দপ্তরে ২২.০১.২০১৭ তারিখ হতে অভ্যন্তরীনভাবে ই-ফাইলিং চালু করা হয়েছে এবং ০১.০২.২০১৭ তারিখ মহাপরিচালক দপ্তরের সাথেও সংযুক্ত করা হয়েছে। বর্তমানে সিএসটিই/টেলিকম দপ্তরে ই-ফাইলিং কার্যক্রম চালমান রয়েছে। ই-টেন্ডারিং কার্যক্রম চালুকরণের নিমিত্ত বাংলাদেশ রেলওয়ের কর্মকর্তাগণকে ইতোমধ্যে Corporate মেইল আইডি প্রদান করা হয়েছে। ই-টেন্ডরিং প্রক্রিয়া বাস্তবায়নের জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ফেব্রুয়ারি/১৭ হতে সকল প্রকিউরিং এনটিটিকে ই-টেন্ডারিং প্রক্রিয়া অনুসরণের জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়েছে এবং উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতির সকল ক্রয় কার্যক্রম ই-টেন্ডারিং প্রক্রিয়ায় করা হচ্ছে। এ পর্যন্ত ৫৯ টি ই-জিপি আপলোড করা হয়েছে। এখন থেকে বাংলাদেশ রেলওয়ের সকল টেন্ডার ই-জিপিতে হবে। সভাপতি ই-টেন্ডরিং চালু করায় ডিজি, বিআর-কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। কর্মকর্তা/প্রকিউরিং এনটিটিদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ই-টেন্ডরিং কার্যক্রমে টেকনিক্যাল সাপোর্ট প্রদানের জন্য দোহাটেক নিউ মিডিয়া নামক কোম্পানীকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। সোনার বাংলা ট্রেনে এ/সি কোচসমূহে এবং মহানগর গোধুলী/তুর্ণা ট্রেনে এসি কোচসমূহে Wifi সিস্টেম স্থাপনের জন্য রবি আজিয়াটা লিঃ নামক একটি মোবাইল অপারেটর এর সাথে চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছে। Wifi সেবা চালুকরণের নিমিত্ত যন্ত্রপাতি স্থাপনের কাজ সম্পন্ন করেছে। শীঘ্রই এ সেবাটি সকলের জন্য উন্মুক্ত করা হবে। এ পর্যন্ত বাংলাদেশ রেলওয়ের পূবাঞ্চল ও পশ্চিমাঞ্চলের মোট ১৩ টি (ঢাকা, ঢাকা বিমানবন্দর, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, ফেনী, সিলেট ময়মনসিংহ, রাজশাহী, বগুড়া, রংপুর, দিনাজপুর, যশোর ও খুলনা) রেলওয়ে স্টেশনে Wifi চালু করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে আরো ১০ টি গুরুত্বপূর্ণ রেলওয়ে স্টেশনেও এই সেবাটি চালু করার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে।

সিদ্ধান্তঃ

১। জরুরি ভিত্তিতে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে ই-ফাইলিং ও ই-টেন্ডারিং চালু রাখার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। কোন সুনির্দিষ্ট কারন ছাড়া ই-টেন্ডারিং ব্যতিত সাধারণ দরপত্র আহবান গ্রহণযোগ্য হবে না।
২। ই-টেন্ডারিং চালুর নিমিত্ত ক্যালেন্ডার প্রণয়ন করে পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করতে হবে।
৩। ই-টেন্ডারিং-এর বিস্তারিত তথ্য (টাকার পরিমাণসহ) পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।
৪। রেলওয়ে ট্রেনিং একাডেমীর কোর্স কারিকুলামে "ই-টেন্ডারিং" কোর্স চালুকরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
৫। সোনার বাংলা ও মহানগর গোধুলী/তুর্ণা ট্রেনে Wifi চালুর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। একই সাথে স্পীড নিশ্চিত করতে হবে।
৬। পর্যায়ক্রমে অন্যান্য স্টেশন ও ট্রেনে Wifi সুবিধা চালু করতে হবে।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণেঃ

১। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন ও পরিকল্পনা), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
২। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৩। সিএসটিই (টেলিকম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৪। পরিচালক (সংগ্রহ), বাংলাদেশ রেলওয়ে।

৪.৮। রেলওয়ে পুলিশ এবং রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনীর কার্যক্রমঃ

আলোচনাঃ

ডিজি, বিআর জানান যে, বাংলাদেশ রেলওয়ে ও জিআরপির দুই বিভাগের মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট জেলা ম্যাজিস্ট্রেটদের অবহিত রেখে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করার জন্য ইতোমধ্যেই সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে এবং সমন্বিতভাবে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হচ্ছে। টিকেট কালোবাজারী রোধে স্টেশনে কর্মরত বুকিং সহকারীদের ০৩ (তিন) বৎসর চাকুরী পূর্ণ হলে তাদেরকে নিয়মিত বদলীর জন্য সংশ্লিষ্টদের ইতোমধ্যে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। রেল লাইনের উপর পথচারী পারাপার ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে সচেতনতামূলক বিজ্ঞপ্তি প্রিন্ট মিডিয়ার মাধ্যমে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত বিজ্ঞপ্তি দৈনিক প্রথম আলো, বাংলাদেশ প্রতিদিন ও আমাদের সময় পত্রিকায় গত ২৩-১০-২০১৬ হতে ২৭-১০-২০১৬ তারিখ পর্যন্ত প্রতিটিতে পর পর দুই দিন প্রচারিত হয়েছে। বর্তমানে প্রতিটি রেলওয়ে স্টেশনে অগ্নিনির্বাপনের ব্যবস্থা আছে। এর সংখ্যা আরো বৃদ্ধি করার জন্য ইতোমধ্যে জোনাল পর্যায়ে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

অতিরিক্ত মহা-পুলিশ পরিদর্শক, রেলওয়ে পুলিশ সভায় জানান যে, রেলওয়ে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স এর অধীন চট্টগ্রাম ও সৈয়দপুর রেলওয়ে জেলায় মার্চ/২০১৭ মাসে সর্বমোট ২৪৬৮টি অভিযান পরিচালনা করা হয় এবং টিকিট কালোবাজারী, বিনা টিকিটে ভ্রমণকারী, ট্রেনের ছাদে ভ্রমণকারী, মাদক/ধুমপান, চোরাকারবারী, ভবঘুরে/টোকাই ও অন্যান্য অপরাধে মোট ৩২২৫ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়। তিনি আরোও জানান যে, মাদকদ্রব্য ও চোরাচালান সংক্রান্ত ৫১টি মামলায় মোট ৬৪ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। সভায় মার্চ মাসে চিত্রা এক্সপ্রেস ও রূপসা ট্রেনে এ্যাটেনডেন্ট কর্তৃক টিকিট বিহীন যাত্রীদের নিকট হতে জরিমানার নামে অবৈধভাবে টাকা গ্রহণ ও আত্মসাৎ সংক্রান্ত ভিডিও চিত্র প্রদর্শন করা হয়। সভাপতি রেলওয়ে পুলিশ কর্তৃক পরিচালিত অভিযানের জন্য অতিরিক্ত মহা-পুলিশ পরিদর্শককে ধন্যবাদ জানান।

সিদ্ধান্তঃ

(১) রেলওয়ে সংশ্লিষ্ট ফৌজদারী মামলাসমূহের ট্রায়াল বিষয়ক মনিটরিং কার্যক্রম অব্যহত রাখতে হবে এবং প্রতিমাসে সভায় উপস্থাপন করতে হবে।
(২) রেলওয়ে আইন, ১৮৯০ এর প্রয়োজনীয় সংশোধনীর নিমিত্ত গঠিত কমিটি আগামী সভার পূর্বে প্রতিবেদন দখিল করবেন। কমিটিতে RNB ও GRP প্রতিনিধিকে কো-অপ্ট করতে হবে।
(৩) ট্রেনে অস্ত্র, মাদকসহ অন্যান্য চোরাইমাল পরিবহণ প্রতিরোধকল্পে আরএনবি'র সাথে সমন্বয় পূর্বক আরপির নজরদারি ও তৎপরতা বৃদ্ধি করতে হবে। তাছাড়া, ট্রেন চালকদের নিরাপত্তাসহ ট্রেনে চেইন টেনে ও হুইস পাইপ খুলে অনির্ধারিত স্থানে চোরাকারবারীরা যাতে ট্রেন থামাতে না পারে এ বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।
(৪) বাংলাদেশ রেলওয়ে ও আরপির দুই বিভাগের মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে সংশিণ্টষ্ট জেলা ম্যাজিস্ট্রেটদের অবহিত রেখে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করতে হবে।
(৫) আরপি ও আরএনবির সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে যাত্রীদের ছাদে ভ্রমণ প্রতিরোধ ও স্টেশনসমূহ হকারমুক্ত রাখার ব্যবস্থ গ্রহণ করতে হবে।
(৬) প্রতি মাসের ১০ তারিখের মধ্যে পূর্ববর্তী মাসের মাসিক টিকেট চেকিং ও আয়ের তথ্য একাউন্টস্ ও পরিবহণ ডিপার্টমেন্টকে একই ছকে সমন্বিতভাবে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

(৭) মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম) আরপির আবাসনের জন্য উপযুক্ত জায়গা সংস্থানের উদ্যোগ গ্রহণ করবেন।
(৮) স্টেশনে কর্মরত বুকিং সহকারীদের ০৩ (তিন) বছর চাকুরি পূর্ণ হলে তাদেরকে নিয়মিত বদলির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
(৯) জাল টিকিট এর উৎস খুঁজে বের করে জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে।
(১০) রেল লাইনের উপর পথচারী পারাপার ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে সচেতনতামূলক ভিডিও ক্লিপসমূহ ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় বহুল প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং প্রধান প্রধান স্টেশনে প্রদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
(১১) প্রতিটি স্টেশনে অগ্নিনির্বাপনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে এবং বাড়াতে হবে ।
(১২) প্রতিটি ট্রেনে টিজি পার্টির বসার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
(১৩) রেলভবনের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের আরোও কঠোর ভুমিকা পালন করতে হবে এবং রেলভবনের অভ্যন্তরে অবাঞ্ছিত ব্যক্তি/দর্শনার্থীদের প্রবেশ বারিত করতে হবে।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণেঃ

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। অতিরিক্ত পুলিশ মহাপরিদর্শক, রেলওয়ে পুলিশ।
৩। যুগ্ম সচিব (উন্নয়ন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৪। পরিচালক (সংস্থাপন), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৫। চীফ কমান্ড্যান্ট (পূর্ব/পশ্চিম)।

৪.৯। সংসদীয় কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নঃ

আলোচনাঃ

সভাপতি পরবর্তী সমন্বয় সভাগুলোতে সংসদীয় কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত বিষয়সমূহ আলোচনার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।

সিদ্ধান্তঃ

১। রেলপথ মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় কমিটির সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত অগ্রগতি নিয়মিত সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে।
২। সংসদীয় কমিটির সিদ্ধান্তগুলো আন্তরিকতার সাথে দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণেঃ

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। যুগ্ম-সচিব (ভূমি), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৩। উপ-সচিব (বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন) এবং কাউন্সিল অফিসার রেলপথ মন্ত্রণালয়।

৪.১০। রেলওয়ে প্রশিক্ষণ একাডেমি এবং হাসপাতাল ব্যবস্থাপনাঃ

আলোচনাঃ

ডিজি, বিআর জানান যে, বাংলাদেশ রেলওয়ের প্রশিক্ষণ একাডেমিতে চলমান প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা/প্রশিক্ষণসূচি বাস্তবায়নের বিষয়ে প্রতি মাসে অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ করা হচ্ছে। একাডেমির ৪ টি শ্রেণী কক্ষকে মাল্টিমিয়া ক্লাশরুমে উন্নীত করার কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। আরো ৬ টি শ্রেণী কক্ষকে মাল্টি মিডিয়া শ্রেণী কক্ষে উন্নীত করার জন্য আগামী অর্থ বছরে বরাদ্দ চাওয়া হবে। প্রশিক্ষণার্থীদের আবসিক সুবিধার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে ১৩.০৮.২০১৬ তারিখে আরটিএ বিওডি সভায় বাস্তবতার নিরিখে প্রস্তাবিত ২০০ শয্যাবিশিষ্ট প্রশিক্ষণার্থী (কর্মচারী) হোস্টেল নির্মাণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উপযুক্ত প্রশিক্ষক পদায়নসহ বাইরের রিসোর্স পারসনদের দ্বারা প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। রেলওয়ে প্রশিক্ষণ একাডেমিতে পিপিআর এবং প্রজেক্ট মেনেজমেন্ট এর উপর স্বল্প মেয়াদি প্রশিক্ষণ আয়োজন করা যেতে পারে। প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তাগণের মধ্যে যারা প্রশিক্ষণে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকার করবে, তাদেরকে উচ্চতর প্রশিক্ষণের জন্য বিদেশে প্রেরণের প্রণোদনা দেয়ার বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। রেলওয়ে প্রশিক্ষণ একাডেমীতে দক্ষ ও যোগ্যতাসম্পন্ন কর্মকর্তা পদায়ন করা হচ্ছে।

সিদ্ধান্তঃ

১। রেলওয়ে জেনারেল হাসপাতালের ওষুধ সরবরাহ ও ডায়েট সংক্রান্ত দায়-দায়িত্ব নির্ধারণের সুপারিশ প্রদানের জন্য নিম্নবর্ণিত কমিটি পর্যালোচনা করে প্রতিবেদন দাখিল করবেঃ

(ক) অতিরিক্ত সচিব (বাজেট), রেলপথ মন্ত্রণালয়।

(খ) যুগ্ম-সচিব (হাসপাতাল), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

(গ) চীফ মেডিক্যাল অফিসার (পূর্ব), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম।

(ঘ) প্রধান তত্ত্বাবধায়ক, জেনারেল রেলওয়ে হাসপাতাল, কমলাপুর ঢাকা।

২। রেলওয়ে কর্মকর্তা-কর্মচারী ছাড়াও সাধারণ জনগনকে চিকিৎসা সুবিধা প্রদানের বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

৩। আগামী সমন্বয় সভায় দুই অঞ্চলের CMO হাসপাতালের বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত নিয়ে উপস্থিত থাকবেন।

৪। বাংলাদেশ রেলওয়ে প্রশিক্ষণ একাডেমীতে চলমান প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা/প্রশিক্ষণসূচী বাস্তবায়নের বিষয়ে প্রতি মাসে অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে।

৫। প্রশিক্ষণ কক্ষসমূহ মাল্টিমিডিয়ায় রূপান্তরকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৬। প্রশিক্ষণার্থীদের আবাসন সুবিধার মান উন্নয়ন করতে হবে।

৭। উপযুক্ত প্রশিক্ষক পদায়নসহ বাইরের রির্সোস পারসনদের দ্বারা প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৮। রেলওয়ে প্রশিক্ষণ একাডেমিতে PPR এবং Project Management এর উপর স্বল্প মেয়াদি প্রশিক্ষণ আয়োজন করা যেতে পারে।

৯। প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তাগণের মধ্যে যারা প্রশিক্ষণে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকার করবে, তাদেরকে উচ্চতর প্রশিক্ষণের জন্য বিদেশে প্রেরণের প্রণোদনা দেয়ার বিধান রাখতে হবে।

১০। রেলওয়ে প্রশিক্ষণ একাডেমীতে দক্ষ ও যোগ্যতাসম্পন্ন কর্মকর্তা পদায়ন করতে হবে।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণেঃ

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।

২। তত্ত্বধায়ক, রেলওয়ে জেনারেল হাসপাতাল, ঢাকা।

৩। বিভাগীয় মেডিক্যাল অফিসার, বাংলাদেশ রেলওয়ে, জেনারেল হাসপাতাল, ঢাকা।

৪.১১। (ক) বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন (APA)ঃ

আলোচনাঃ

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে জারীকৃত পরিপত্র অনুযায়ী রেলপথ মন্ত্রণালয়ের ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির খসড়া চূড়ান্ত করণের লক্ষ্যে গত ২০.০৪.২০১৭ তারিখ এপিএ টিমের সদস্যবৃন্দ এবং এক্সপার্ট পুলের সদস্যদের সমন্বয়ে একটি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় রেলপথ মন্ত্রণালয়ের ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়নের বিষয়ে বিস্তারিত পর্যালোচনা হয় এবং একটি খসড়া প্রণয়ন করা হয়। রেলপথ মন্ত্রণালয়ের ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির সফট্ কপি ২৩ এপ্রিল, ২০১৭ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

ডিজি, বিআর জানান যে, ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) অন্তর্ভুক্ত কর্মসূচিসমূহের বাস্তবায়ন চলমান রয়েছে। এ বিষয়ে তদারকি অব্যাহত আছে।

সিদ্ধান্তঃ

(১) আগামী ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়নে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করতে হবে।

(২) বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে উল্লিখিত নির্ধারিত তারিখের মধ্যে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে হবে।

(৩) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পদন চুক্তি প্রণয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণেঃ

১। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন ও পরিকল্পনা), রেলপথ মন্ত্রণালয়।

২। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।

৩। যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন)(সংযুক্ত), রেলপথ মন্ত্রণালয়।

(খ) জাতিসংঘ ঘোষিত SDG বাস্তবায়নঃ

আলোচনাঃ

ডিজি, বিআর জানান যে, জাতিসংঘ ঘোষিত SDG বাস্তবায়নের জন্য খসড়া Action Plan গত ৩১/৩/২০১৬ তারিখে রেলপথ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছিল। পরবর্তীতে নতুন Goals এবং Target সংযোজনপূর্বক পূর্বে প্রণীত খসড়া Action Plan টি update করতঃ ২৫/১০/২০১৬ তারিখে রেলপথ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। সময়ে সময়ে প্রাপ্ত নির্দেশনা মোতাবেক খসড়া Action Plan চূড়ান্তকরণের পাশাপাশি তা বাস্তবায়নের নিমিত্ত কার্যক্রম চলমান আছে।

সিদ্ধান্তঃ

(১) জাতিসংঘ ঘোষিত SDG বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তুতকৃত Action Plan বাস্তবায়নের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন ও পরিকল্পনা) এ বিষটি তত্ত্বাবধান করবেন।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণেঃ

১। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন ও পরিকল্পনা), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
২। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।

(গ) বিভাগীয় মামলা নিস্পত্তিঃ

আলোচনাঃ

সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন-৩)(শৃঙখলা) জানান যে, বাংলাদেশ রেলওয়ের কর্মকর্তাদের বির"দ্ধে দায়েরকৃত বিভাগীয় মামলার কার্যক্রম বিধি মোতাবেক চলমান আছে। পূর্ব মাস হতে আগত বিভাগীয় মামলার সংখ্যা ৫০টি। চলতি মাসে শুর" হওয়া বিভাগীয় মামলার সংখ্যা ০টি। চলতি মাসে নিস্পত্তিকৃত বিভাগীয় মামলার সংখ্যা ০টি । ৬ মাসের উর্ধ্বে বিভাগীয় মামলার সংখ্যা ৪৫টি । ৩ মাসের উর্ধ্বে বিভাগীয় মামলার সংখ্যা ০৫টি। অনিস্পন্ন বিভাগীয় মামলার মোট সংখ্যা ৫০টি।

ডিজি, বিআর জানান যে, বিভাগীয় মামলার দ্রুত নিস্পত্তির কার্যক্রম অব্যাহত আছে। ফেব্রুয়ারি/২০১৭ মাসের জের ২৬৯ টি, মার্চ/১৭ মাসে নতুন মামলা হয়েছে ৫৩টি, নিস্পত্তি হয়েছে ২৪টি, জের ২৯৮ টি। যে সকল বিভাগীয় মামলা ৬ মাসের অধিক পেন্ডিং রয়েছে সেগুলোর দ্রুত নিস্পত্তির জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

সিদ্ধান্তঃ

(১) বিভাগীয় মামলাসমূহ দ্রুত নিস্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
(২) যে সকল মামলা ৬ মাসের অধিক পেন্ডিং রয়েছে সেগুলো দ্রুত নিস্পত্তির জন্য সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণেঃ

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন)(সংযুক্ত), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৩। সিনিয়র সহকারী সচিব (শৃঙ্খলা), রেলপথ মন্ত্রণালয়।

(ঘ) বিবিধ।

আলোচনা

সভাপতি জানান, রেলপথ মন্ত্রণালয়ে জনবল সংকটের কারণে বাংলাদেশ রেলওয়ের আটজন টিএলআর বিভিন্ন দপ্তরে কর্মরত আছে। জনবল নিয়োগ না হওয়া পর্যন্ত তারা যাতে মন্ত্রণালয়ে কর্মরত থাকে সে বিষয়ে মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

সিদ্ধান্তঃ

মন্ত্রণালয়ে স্থায়ী জনবল নিয়োগ না হওয়া পর্যন্ত মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন দপ্তরে কর্মরত টিএলআরগণ তাদের দায়িত্ব পালন করবে।

বাস্তবায়নে/কার্যক্রম গ্রহণেঃ

১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।

০৫। সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(মোঃ ফিরোজ সালাহ্ উদ্দিন)
সচিব